বিমানের লোকসানের নেপথ্যে ক্রয়-বিক্রয় লিজে দুর্নীতি

রিপোর্ট **জয়ন্ত আচার্য**

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে প্রতি বছর বড় অঙ্কের লোকসান গুনতে হয়। লোকসানের কারণে বিমানের দায়দেনা ক্রমেই বাড়ছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিশেষ উদ্দেশ্যে অপরিকল্পিতভাবে বিমান ক্রয়-বিক্রয় বা লিজ নেয়াই বিমানের লোকসানের অন্যতম কারণ। স্বাধীনতা-উত্তর প্রায় প্রতিটি সরকারের পতনের পর বিমান ক্রয়-বিক্রয় বা লিজ নেয়া নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে মামলা করতে হয়েছে। বিমান ক্রয়ে দুর্নীতির জন্য সাবেক এক মন্ত্রীকে জেলও খাটতে হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে বিমান ক্রয় ও লিজ নিয়ে একই অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ একটি মহলের স্বার্থেই দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই বিমান ক্রয়-বিক্রয় ও লিজ নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, অপরিকল্পিতভাবে বিমান ক্রয়-বিক্রয় ও লিজ নেয়ার কারণে বিমান আরো লোকসানি একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে যাচ্ছে। আগামীতে বিমানে দেনা ও লোকসান আরো বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বর্তমান বিমানের প্রায় সব সম্পদই দেনার দায়ে ব্যাংকের কাছে মর্টগেজ রয়েছে।

বিমান ক্রয় : দুর্নীতির ধারাবাহিকতা

পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের উত্তরসূরি বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। তবে স্বাধীনতা অর্জনের পর পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের কোনো বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স পায়নি। পাকিস্তান যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে এ দেশে অবস্থিত তাদের কার্গো বিমান ধ্বংস করে দিয়ে যায়। ভারত সরকার '৭২ সালে এফ-২৭ নামক দুটি বিমান বাংলাদেশকে অনুদান হিসেবে দেয়। এ বিমানে প্রশিক্ষণের সময় একটি বিধ্বস্ত হয়। '৭২ সালের মার্চ মাসে অপর বিমানটি নিয়ে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ সরকার '৭২ সালের মাঝামাঝি বোয়িং ৭০৭ লিজ নেয়। ঢাকা-লন্ডন এ বিমান চলাচল শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকার '৭৩ সালে প্রথম নিজস্ব অর্থ দিয়ে ৭০৭ বিমান ক্রয় করে। '৭৪ সালে অস্ট্রেলিয়া সরকার একটি বোয়িং ৭০৭ অনুদান দেয়।

জিয়াউর রহমান সরকারের শাসনামলে আরো দুটি বোয়িং ৭০৭ ক্রয় করা হয়। এ সময়ে তিনটি এফ-২৪ও কেনা হয়। এ বিমান ক্রয় নিয়ে প্রথম অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। তৎকালীন বিমানমন্ত্রী ওবায়দুর রহমান এ বিমান কেনার অনিয়মের জন্য জেল খাটেন। এরশাদ সরকারের আমলে বিমান ক্রয়ে অতীতের সব রেকর্ড ভাঙে। '৮৩ সালে বিমান কর্পোরেশন তিনটি ডিসি-১০ কেনে। বিমান বহরে ৫টি বোয়িং ৭০৭ বিমান ক্রমান্বয়ে বিক্রি করে দেয়ার সুপারিশ করা হয়। বলা হয়, বোয়িং কোম্পানি তাদের বোয়িং ৭০৭ মডেলের নির্মাণকাজ বন্ধ করে দিয়েছে। বিমান চলাচলের সময় ইঞ্জিনের যে শব্দ হয়, তা আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত শব্দের মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিমান কর্তৃপক্ষ '৮৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ৭৩তম বোর্ডসভায় আরো একটি পুরনো ডিসি বিমান কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। '৮৫ সালের ৩১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৭৪তম সভায় আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে একটি ডিসি-১০ বিমান ক্রয় এবং একটি বোয়িং ৭০৭ বিমান বিক্রির জন্য বিমান কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া

হয়। এ নির্দেশ অনুসারে যুক্তরাজ্যের ফ্লাইট ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনে ২১ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করে দরপত্র আহ্বান করা হয়। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দরপত্র পেশ করে। দরপত্রে দামের মাত্রা বেশি থাকায় ৮৫তম সভায় বিমান কর্তৃপক্ষ ডিসি-১০ না কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ঘটনার মাত্র ৬ দিন পর বিমান বোর্ড আবারও সভায় বসে। সরাসরি ম্যাকডোনাল্ডস ডগলাস কর্পোরেশনের কাছ থেকে নতুন ডিসি-১০ বিমান ক্রয় বা লিজ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ বিমান কেনা নিয়ে টানাপড়েন সৃষ্টি হলে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদ নিজেই বোর্ডসভায় উপস্থিত হন। এ সভায় ত্বরিত ডিসি-১০ কেনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ম্যাগডোনাল্ডসের কাছ থেকে ডিসি-১০ কেনার সিদ্ধান্ত বোর্ড চাপিয়ে দেয় ।

জানা যায়, এ সিদ্ধান্তের ফলে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে এবং দেশী-বিদেশী একাধিক ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন মোট ৬ কোটি ৫৪ লাখ ২৫ হাজার ১১২ মার্কিন ডলারের বিনিময়ে ডিসি ১০ বিমান কেনে। ডিসি ১০ বিমান প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এ সিরিজের বিমান উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে জেনেও সিরিজের শেষ উৎপাদিত বিমানটি কেনা হয়। ফলে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে বিমানটি বাংলাদেশ এয়ারলাইসেন্সের জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এ ছাড়া যথাযথ ফ্লিট প্ল্যানিং না হওয়ায় স্বল্প পাল্লায় যাত্রী বহনের কাজে এ বিমান ব্যবহার করা হয়। ফলে বিমানটি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হতে পারেনি।

'৮৮ সালের ১৪ আগস্ট ফ্লিট প্ল্যানিং কমিটির সভায় বিমানের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম শওকত উল ইসলাম বিমানের অভ্যন্তরীণ রুটে আধুনিকীকরণের জন্য এফ-২৭ ফকার বিমান তিনটি বিক্রি করে এর বদলে নতুন বিমান কেনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। কমিটি সমস্ত কিছু বিবেচনা করে ATP, F-50, S.Desh-8/300 বিমান প্রাথমিকভাবে বাছাই করে। এর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী তা নির্ধারণের জন্য বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর সুপারিশ করে। ফ্লিট প্ল্যানিং কমিটির সভায় বিমান তিনটির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করে ১১৯ তম সভায় পর্ষদের বিবেচনার জন্য কার্যপত্র পেশ করা হয়। কার্যপত্রে উল্লেখ করা হয়- ATP, F-50, Desh-8/300 বিমানগুলো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির। তবে এটিপির সামনের ও পেছনের কার্গো ডোর ছোট। কার্যপত্র অনুসারে এটিপির মূল্য ১১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও Desh-8/300-এর মূল্য ৮-৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেখানো হয়। এরশাদ ব্রিটেন সফরকালে ব্রিটিশ এয়ারলাইন্সের কারখানা পরিদর্শন করতে যান। প্রতিটি এটিপি বিমান ১১.৫ মিলিয়নের পরিবর্তে ১৪.০৮২ মিলিয়ন ডলার উল্লেখ করে সংশোধিত প্রস্তাব দেন। ফলে বিমান কর্তৃপক্ষকে ২.০৮২ মিলিয়ন ডলার বেশি এটিপি বিমান ক্রয় করে। বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বিমানের মূল্য পরিশোধ করলেও ব্রিটিশ এয়ারলাইন্স একটি বিমান দেয়নি। অনিয়মের মাধ্যমে এ দেশে আবহাওয়া অনুপযোগী এটিপি বিমানের দায়ভার বাংলাদেশ বিমানকে দীর্ঘদিন ধরে বহন করতে হয়েছে। অধিকাংশ সময় বিমানকে হ্যাঙ্গারে রাখতে হয়েছে। এরশাদ সরকারের আমলে বিমান ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে দুর্নীতি দমন ব্যুরো মামলা করে। বিগত বিএনপি সরকারের আমলে দুটি এয়ারবাস এ-৩১০ কেনা হয়। এই এয়ারবাস কেনা নিয়েও দুর্নীতি দমন ব্যুরো মামলা করে। সম্প্রতি হাইকোর্ট এ মামলাটি খারিজ করে দিয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দুটি ডিসি-১০ লিজ আনা হয়। এ লিজ আনার অনিয়ম নিয়েও মামলা করেছে দুর্নীতি দমন ব্যুরো।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের আয়-ব্যয়ের হিসাব (কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বাজার আয়	রাজস্ব ব্যয়	নিট মুনাফা/লোকসান
১৯৯৫-৯৬	১০৭৬.৪৮	১০৫৪.১১	২২.৩৭
১৯৯৬-৯৭	১১৪৪.৪১	১২৪২.৩৪	(৯৭.৯৩) *
১৯৯৭-৯৮	১২৮০.৩০	১৩৪৫.২৮	(৬৪.৯৭)*
১৯৯৮-৯৯	১৩৩০.১৩	১৩৩০.১৬	(০.০৩)*
১৯৯৯-০০	১৫৬১.৫০	১৫৫১.৯৯	৯.৫০
২০০০-০১	১৭২১.২২	১৮১৯.৩২	(৯৮.২০)*
২০০১-০২	১৮৪৪.১৮	১৮৯৮.০২	৫৩.৮৪

উৎস : বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

** '৯৬-৯৭ ও '৯৭-৯৮ সালে লোকসানের মূল কারণ হচ্ছে দুটি এয়ারবাস উড়োজাহাজ ক্রয়ের বিপরীতে গৃহীত ঋণের সুদ বাবদ*

** লিজ খাতে ব্যয় অধিক বৃদ্ধি*

আবারও অনিয়ম

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিমান ক্রয়-বিক্রয় লিজ নিয়ে আবারও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিমান পরিচালনার ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন না করেই, দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই বিমান বাংলাদেশ উড়োজাহাজ ক্রয়-বিক্রয় ও লিজ নিয়ে চলছে। অভিযোগ উঠেছে, একটি মহলের বিশেষ স্বার্থে এ বিমান ক্রয়-বিক্রয় ও লিজ নেয়া হচ্ছে। ব্যাপক সমালোচনা সত্ত্বেও গত ২৬ মে পুরনো দু'টি এফ-২৮ বিমান ক্রয় করে আনে। জানা যায়, ইন্দোনেশিয়ার হেইবার্ড কোম্পানি এ ফকার দু'টি বিমান দীর্ঘদিন থাইল্যান্ডে চালিয়েছে। পরে ত্রুটি দেখা দেয়ায় এগুলো দিদিত সোয়েরজাদির কোম্পানির কাছে বিক্রি করে। হেইবার্ড কোম্পানি এ বিমান দুটো প্রথমে ১৮ লাখ মার্কিন ডলারে বিক্রি করতে চায়। অজ্ঞাত কারণে কিছু মেরামতের কাজ করার পর এর দাম ২৯ লাখ ডলার ধরা হয়। সিঙ্গাপুর টেকনোলজিস অ্যারোস্পেস নামের এক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১১ লাখ ডলার বেশি দিয়েই বিমান দু'টি কেনা হয়েছে বলে সূত্র জানায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সদ্য আনা F-28 বিমান উড্ডয়নে ত্রুটি দেখা দিচ্ছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৭৩৭ বোয়িং বিমান পাইলটসহ লিজে আনা হয়। এ বিমান লিজে আনার শর্তে রিটার্নক্লজ ছিল না। প্রতি মাসে ১৫০ ঘন্টার অর্থ ডলারের মাধ্যমে পেমেন্টের শর্তে বিমানটি আনা হয়। এ বিমানটির লিজের শর্ত নিয়ে বিমানে ৭ সংগঠনের স্টিয়ারিং কমিটি প্রশ্ন তোলে। তারা বিমানটি ফেরত দেয়ার দাবি তোলে। গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এভিয়েশন পাইলট অ্যাসোসিয়েশনের দাবির মুখে বিমান কর্তৃপক্ষ এ বিমানের লিজ বর্ধিত না করার কথা জানায়। বিমানের চুক্তি নবায়ন না করে বিমানটি ফেরত দেয়া হয়। সূত্র জানিয়েছে, বোয়িং বিমানটির লিজের শর্তের কারণে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আর্থিকভাবে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে প্রায় ৭০ কোটি টাকার অপচয় হয়েছে। লাভবান হয়েছে মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠী। ত্রুটিপূর্ণ এয়ারবাস লিজে এনেও বিমানের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে। বিমানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করছে, লিজে বিমান আনার নেপথ্যে থাকে স্বার্থান্বেষী মহলের কাছে নগদে ডলার আয় করে নেয়ার উদ্দেশ্য। এ কারণে নিজস্ব বিমান বাসিয়ে রেখে লিজে বেশি চালানো হয়। এরশাদ আমলের এটিপি বিমান দু'টি আগের মূল্যের চেয়ে দেড় কোটি টাকা কম দামে বিক্রি করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এটিপি দু'টি বিক্রি করা হয়েছে ২ দশমিক ২ মিলিয়ন ডলারে। অথচ আগের টেন্ডারে এটিপির দাম ২ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার উঠেছিল। তখন বিক্রি করা হয়নি।

গত বছর মার্চে ৮ জন পাইলটকে এটিপি

বিমানের ফ্লাইটের ট্রেনিং করিয়ে আনা হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য বিমানের দেড় কোটি টাকা খরচ হয়। এখন ট্রেনিংপ্রাপ্ত পাইলটরা প্রশ্ন তুলেছেন, এটিপি বিক্রি করে দেয়া হবে এ সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয়, বোর্ড আগেই নিয়েছিল। তাহলে অকারণে সময় ও অর্থ খরচ করে তাদের কেন ট্রেনিং করানো হলো? জানা যায়, বিমান ক্রয়-বিক্রয় ও লিজ নেয়ার সঙ্গে বিশেষ একটি মহল জড়িত রয়েছে। এই মহলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নিকটজনের জড়িত থাকারও অভিযোগ রয়েছে।

বিমানের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কখনোই একটি সুপরিকল্পিত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়নি। বিমান একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও সব সময় বিমান মন্ত্রণালয় এবং সরকারের একটি ক্ষমতাসীন বলয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। এ কারণে বিভিন্ন সময় স্বার্থান্বেষী এ মহল বিমানে উন্নয়ন না করে লুটপাট করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে বিমানের ৫০০ কোটি টাকার ঋণ রয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ বিমান ক্রয়ের কারণে এ লোকসান ও ঋণ আরো বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অপরিকল্পিতভাবে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিমান ক্রয়ের কারণে বিভিন্ন সময় বিমানে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিমান। এ কারণে বেড়েছে বিমানের মেইনটেনেন্স খরচ, যন্ত্রাংশ খরচ। দেখা দিয়েছে শিডিউল সমস্যা। বিমানের ভিন্নতার কারণে পাইলট ট্রেনিংয়ে অধিক অর্থ খরচ হয়েছে। বিগত সময় এয়ারলাইন্সে ১৯টি বিমান ৫ ধরনের ছিল। ৬টি ডিসি-১০, ৪টি A-310 ২টি বোয়িং ৭৩৭, ৩টি F-24, ২টি এটিপি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিমানের একজন প্রবীণ পাইলট ২০০০কে বলেন, বিগত প্রায় সব সরকার চেয়েছে বিমানকে লুটেপুটে খেতে। তারা তাদের স্বার্থে বিমান ক্রয় করেছে। লুফে নিয়েছে অবৈধ অর্থ। তার দায়ভার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ওপর এসে পড়েছে। তিনি বলেন, বিমানের বিভিন্ন সেক্টরে দুর্নীতি, অনিয়ম আছে। রয়েছে অধিক জনবল। তবে এসবের কারণে বিমানের খুব একটা ক্ষতি হয় না। বিমান ক্রয়-বিক্রয় ও লিজ হয় ডলারে। এসব অর্থ উচ্চ সুদে ঋণ করে আনতে হয়। এসব ক্ষেত্রে অনিয়ম হলে তার দায়ভার দীর্ঘদিন বিমান এয়ারলাইন্সকে বহন করতে হয়। তবে বিমান মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, আমাদের দেশটি গরিব। বিমান কিনতে প্রচুর টাকার দরকার হয়। এ অর্থ জোগাড় করা সব সময় সম্ভব হয় না। এ কারণে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়া খুব কঠিন। নতুন মডেলের বিমানের যে দাম, তা বহন করার ক্ষমতা কি এ দেশের বিমান এয়ারলাইন্সের রয়েছে? বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স পাইলট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নাসিমুল হক বিমান ক্রয় প্রসঙ্গে ২০০০কে বলেন, বিমানকে লাভবান করতে হলে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে হবে। বিমান পরিচালনায় সুষ্ঠু অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। নতুন বিমান ক্রয়ের আগে যাত্রী সংখ্যার জরিপ ও রুটের বিন্যাস করতে হবে। ভাবতে হবে বিমানটি কত বছর চলবে। পার্টস পাওয়া যাবে কি না। এসব চিন্তা করেই আমাদের বিমান কিনতে হবে। তিনি বহুদিনের পুরনো F-28 বিমান ক্রয়কে আত্মঘাতী উদ্যোগ বলে অভিহিত করেছেন।

বিমান ক্রয়ে অনিয়মের বিষয়টি বিমান প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, পরিকল্পনা মতোই বিমান ক্রয়-বিক্রয় ও লিজ নেয়া হয়েছে। বিমানের অব্যবস্থাপনা দূর করা হয়েছে। বিমান একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে যাচ্ছে। জাতীয় পতাকাবাহী বাংলাদেশ বিমান এ দেশের গৌরবের প্রতীক। জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করে বিমান ক্রয়-বিক্রয় ও লিজের নামে রাজনৈতিক লুটপাট বন্ধ করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে সুপরিকল্পিত-ভাবে বিমানকে এগিয়ে নিতে হবে।